R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল। ১৮ই মার্চ, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

দোলে রঙ দেওয়া নিয়ে বিষ্ণুপুরে গ্রামবাসী ও পুলিশে সংঘর্ষে
গ্রেফতার দুই, গ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ মার্চ দোলের দিন সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামে রঙ দেওয়াকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষে গ্রামবাসীসহ পুলিশ অফিসার জখম হয়েছেন। খবর ঐ দিন অন্য দিনের মত বাংলাদেশে চাল পাচারকারীদের একটি দল লালগোলা থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে যুগোর ফিরছিল। পথে একটি ছেলে তাদের গায়ে রঙ দেয়। এতে পাচারকারীরা উত্তেজিত হয়ে ছেলেটিকে মারধোর করে। বাধা দিতে গিয়ে জনৈকা বৃদ্ধা উর্মিলা মণ্ডল প্রহৃত হন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা ঐ ঘটনায় জড়ো হলে কথা কাটাকাটির মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনাচক্রে ঐ সময় সাগরদীঘি থানার সেকেণ্ড অফিসার সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক ঘটনাস্থলে হাজির হ'ন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে সাগরদীঘির ওসি সুনীল পালও হাজির হ'ন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে বেশ কিছু গ্রামবাসী ও সেকেণ্ড অফিসার সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক আহত হ'ন। পুলিশের প্রহার থেকে বিষ্ণুপুর গ্রামের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা উর্মিলা মণ্ডলও বাদ যাননি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ও প্রত্যক্ষদর্শী উর্মিলা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, দোলের দিন বেলা দশটার সময় যুগোর গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ তাদের গায়ে রঙ দেওয়ার অপরাধে একটি ছেলেকে মারধোর করে। তিনি ঘটনার প্রতিবাদ করতে যান। তাতে তারা উর্মিলাকেও প্রহার করে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

একরকম্ম গায়ের জোরে কলেজ সংসদ দখল করল SFI

অরঙ্গাবাদ থেকে আসিক হোসেন : স্থানীয় ডি এন কলেজের সাম্প্রতিক ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এসএফ আই-এর কারচুপি এবং অধ্যক্ষের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের অভিযোগ তুলেছে বামফ্রন্টের শরিক আরএসপির ছাত্রসংগঠন পিএসইউ। পিএসইউ নেতা মইনুল হকের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে এসএফআই আসন সমঝোতায় রাজী না হওয়ায় সবকটি আসনে পিএসইউ এসএফআই এবং ছাত্র পরিষদ প্রার্থী দেয়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় কারচুপি করেও এসএফআই ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের দিনে প্রচুর পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ শুরু হলে দেখা যায়, ব্যালটে সাধারণ সম্পাদক পদে পিএস ইউ প্রার্থী শঙ্কুকুমার দাসের নাম শংকরকুমার দাস ছাপা হয়েছে। অতঃপর হাতে নাম সংশোধন করে বিধিবহির্ভূতভাবে ভোটগ্রহণ হয়। ভোট গণনার প্রথম দিকে পিএসইউ এগিয়ে থাকায় সন্ধ্যের মুখে একদল সমাজবিরোধী জোর করে কলেজে ঢুকে গণনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের ভয় দেখিয়ে বার করে দেয়। এরপর এসএফআই কর্মীরা ব্যালট পেপার নষ্ট ও কারচুপি করে সবকটি আসনে এসএফআইকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে অধ্যক্ষকে বাধ্য করে। পিএসইউ কর্মীদের এর আগেই শারীরিকভাবে নির্যাতন করে কলেজের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসক মণীশ রায় জানান কর্তব্যরত প্রশাসনিক আধিকারিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ বলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পতাকা বিড়িতে কর্মী ছাঁটায়ের প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক

স্থানীয় সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদের পতাকা বিড়ির ছ'জন স্থায়ী কর্মীকে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে কর্তব্যে অবহেলা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ছাঁটাই করা হয়েছে। সিটু ইউনিয়নের সদস্যরা এর প্রতিবাদে আগামী ২৬ মার্চ কারখানা গেটের সামনে সারাদিনব্যাপী বিক্ষোভ ও অবস্থানের ডাক দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজের সময় তাসখেলা, ঈদের পরের দিন সই করেও কাজে যোগ না দেওয়া এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগে ছাঁটাই করা হয়েছে। অপরদিকে শ্রমিক নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য একে লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, অফিসে ইউনিয়ন (শেষ পৃষ্ঠায়)

মির্জাপুরের খুনের আসামীর আত্মসমর্পণ

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৫ অক্টোবর '৯৩ বিজয়া দশমীর দিন মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব চত্বরে রাস্তার উপর বোমা ফাটানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সমাজ বিরোধী সোনা দাস, ডাকা ও ডাবু সাহার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জগন্নাথপুরের দুর্ধর্ষ শিশির মালের বচসা ও মারামারি হয়। পরে গ্রামের ধারে এক পুকুর পাড়ে দ্বিতীয়বার তাদের মধ্যে জোর সংঘর্ষ বাধে। পরদিন ২৬ অক্টোবর গনকর ষ্টেশনের ছোট সাঁকোর জলায় শিশির মালের মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সোনাকে গ্রেপ্তার করে, বাকী দু'জন বেপাত্তা হয়ে যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ নির্বাচনোত্তর ॥

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের পর প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে কেন্দ্রে সরকার গড়িবার তৎপরতা এবার বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া উঠে। একদিকে বিজেপি ও তাহার সহযোগী দলগুলি, অপরদিকে ইহার বিরোধী দলগুলি যথা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালাইতে থাকে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকার জন্য আবার কোয়ালিশন সরকার হইবার চিত্র স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ পুনরায় হাং পার্লামেন্ট ছাড়া কোন পথ দেখা যায় নাই।

সহযোগী দলসহ বিজেপি-র সরকার গঠনের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু জয়ললিতার দল এবং বিজেপি দলের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই সে সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিতে চলিয়াছিল। ফলতঃ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের সরকার গড়িবার স্বপ্ন উজ্জ্বল হইতে থাকে। অন্তত এই দলগুলি সেই আশা পোষণ করিতে শুরু করে। তদনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন দলনেতা দফায় দফায় বৈঠক করিতে থাকেন।

অবশেষে জয়ললিতা জগদ্দল পাথর সরাইয়া ফেলেন। তিনি বিজেপি ও সহযোগী দলের সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থনের সম্মতি জানাইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ লইতেও রাজী হইয়াছেন। অবশ্য ইহার জন্য একটি সমঝোতা হইবার কথাও জানা গিয়াছে। কংগ্রেস যে কোয়ালিশন সরকার গড়িবার কথা ভাবিতেছিল, এখন তাহাতে ছেদ পড়িল বলিয়া মনে হইতেছে।

আমাদের এই নিবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিজেপি নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ লইবার বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাজপেয়ী সরকারকে আস্থাভোটে জয়ী হইতে হইবে। আগামী ২৯শে মার্চ আস্থাভোটের দিন স্থির হইয়াছে। বাজপেয়ী সরকার আস্থাভোট অর্জন করিতে পারেন কি না, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার বিরোধী দলগুলি অবশ্যই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। আবার আস্থা ভোট পাইলেও ভাবী প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী কতটুকু নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। কেননা সহযোগী দলগুলি নিজ নিজ দাবী-দাওয়া লইয়া যদি অবনিবনা শুরু করে, তবে অবস্থার হেরফের হইতে পারে। হয়ত এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দলের সমর্থনসূচক পত্র চাহিয়াছেন। কেন্দ্রে সরকার বিষয়ে কোন অস্থিরতা থাকুক, তিনি যে তাহা চান না তাহা স্পষ্ট।

যে দলই সরকার গঠন করুক, তাহা যেন স্থায়ী হয়। টালমাটাল অবস্থায় কাজ করিতে হইলে দেশের যে সার্বিক অপূরণীয় ক্ষতি হইবে, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি যদি এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের না থাকে, তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কী থাকিতে পারে? দেশের স্বার্থ বড়, না, দলীয় স্বার্থ বড়, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি যেন নেতাদের থাকে।

'তৃতীয় শক্তির উত্থান'

বিশেষ প্রতিবেদক : প্রবীণ সিপিএম নেতা বিনয় চৌধুরী 'ধান্দাবাজ' মধ্যবিত্তদের উপর বেজায় চটেছেন। আর চটবেনই বা না কেন? যে মধ্যবিত্তরা ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, মূলতঃ যাদের কাঁধে ভর দিয়ে গণসংগঠনের বিস্তার করে বামপন্থীরা ৭৭ এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিলেন, এবারের নির্বাচনে তাদের একটা বড় অংশ বিজেপি-তৃণমূলের 'বিষবৃক্ষের বিষ' জেনেশুনে পান করে ফেলেছেন। এমন কি রাজ্যের এমন একটি লোকসভা কেন্দ্র যার একটা অংশে বাস করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী এবং বাম সরকারের বদান্যতায় ফ্ল্যাট বা জমি পাওয়া উচ্চমধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ থাকেন। বাস্তুচ্যুত অধুনা নবরূপে প্রতিষ্ঠিত ওপার বাংলার মানুষ এবং বাম আমলেই ঝাণ্ডাবাজি ও ডাণ্ডাবাজির কল্যাণে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার অর্ধভুক্ত শ্রমিক পরিবার। সেখানে এবার বুথে বুথে চুপচাপ ফুলে ছাপ দিয়েছে। তাও আবার এমন একটা ফুলে যার থেকে সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ ঝরে ঝরে পড়ে অন্ততঃ বামপন্থীদের মতে। অতএব সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজ মধ্যবিত্তদের মুখোশ খুলে দাও। কলকাতার অধিবাসিরা বামপন্থীদের বাতিল করে দিয়েছেন কয়েক বছর আগেই। এবারে সেখানে যেটা পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো শতবর্ষ পার করা রাজনৈতিক দলের সব ধরনের প্রচার সত্ত্বেও কলকাতাবাসী এবার ৫৮ দিনের গজিয়ে ওঠা 'তিন মাসের কংগ্রেস' (টিএমসি) দলকে ব্যাপকহারে সমর্থন করেছেন। কিন্তু হুগলী বা হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে কি হলো? রাজ্যের মানুষ তবে কি রাতারাতি পালটি খেলেন না কি? না কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ এক ঝড়ের পূর্বাভাস। রাজ্যের ১৪টি কেন্দ্রে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। একটিতে তারা বিপুল ভোটে জিতেছে। দশটি কেন্দ্রে দ্বিতীয় হয়েছে। অপরদিকে ৫৮ দিনের তৃণমূল বাকি ২৮টি আসনের মধ্যে ৭ টিতে জিতেছে। অনেকগুলিতে তৃণমূল প্রার্থীরা বাঘা বাঘা সিপিএম নেতাকে নাকানিচোবানি খাইয়েছেন। ডায়মণ্ডহারবার, ব্যারাকপুর, আসানসোলে, তৃণমূলের রমরমা। অপরদিকে এতদিন ধরে যারা রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন তারা ৪২টির মধ্যে ২০টির বেশী কেন্দ্রে জামানত হারিয়েছেন। একমাত্র মালদায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বয়োঃবৃদ্ধ নমুনা হিসাবে শোভা পাচ্ছেন বরকত গণিখান চৌধুরী। তবে কি রাজ্যে নতুন বিরোধী শক্তির রাতারাতি আবির্ভাব হয়ে গেলো? জ্যোতিবাবু সংযুক্ত মোর্চার সভায় সে কথাই বলে এসেছেন। কিন্তু এ উত্থান কি আদৌ রাতারাতি? সিপিএম নেতারা যদি মানুষের মজলিসে, ট্রেনে, বাসে, অফিসের দেয়ালে কান পাততে পারেন, তবে হয়তো বলবেন না রাতারাতি নয়। প্রাথমিক থেকে পাশ ফেল আর ইংরেজী তুলে দিয়ে বছরের পর বছর উন্নয়নের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গীতি গেয়ে, কিংবা হালে টিভির পর্দায় মৌমাছির মতো মৌতে সই করে কাগজে-কলমে শিল্পায়নের জোয়ার বইয়ে পার্টি অফিস থেকে স্কুল, কলেজ কিংবা পাড়ার রকে রাম শ্যাম যদু মধু কি নিয়ে আলোচনা করবে, তার নির্দেশনামা পাঠিয়ে আর যাই হোক ভোটারদের ধরে রাখা যায় না। ভোট ব্যাঙ্কে বৈজ্ঞানিক অবাধ নির্বাচনের চাবি লাগিয়ে রেখেও তা চিরকালীন নিশ্চিন্ততা দিতে পারে না। ৭৭ সালে পাড়ার যে নেতা ছেঁড়া পায়জামা এবং ময়লা শার্ট পড়ে মোহনদা কিংবা ভজাদার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁদা আদায় করতেন, ৯৮-তে সেই নেতাই হাতে মোবাইল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার অভিনয় করে যখন বৃদ্ধ মোহনদার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকান, তখনই ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙ্গন ধরে। বিনয়বাবু এদের মধ্যে কাকে সুবিধাবাদী বলবেন জানা নেই। ৬৯ এ ধরমবীরার হাতে রাজ্যে গণতন্ত্রের ধর্ষণ দেখে যাদের প্রতিবাদে ফেটে চৌচির হতে হয়েছে তারা রমেশ ভাণ্ডারীর হাতে উত্তর প্রদেশে একই ধরনের বর্বর কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন তা তো স্বাভাবিক। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগের সেই ক্ষোভ নীরবে ভোট ব্যালটকে বুলেটে পরিণত করে দিলে চোখ কপালে তুলে কি হবে? রাজ্যের সচেতন মধ্যবিত্তরা যদি আজ কালিঘাটের সাধারণ এবং অদূরদর্শী আবেগপ্রবণ মেয়েটার মধ্যে প্রতিবাদের ইঙ্গিত খুঁজে পায় কিংবা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নতুন (৩য় পৃষ্ঠায়)

পরীক্ষা কেন্দ্রে অশান্তি

জঙ্গিপুর : ১৮ মার্চ মাধ্যমিকের ইংরাজী পরীক্ষার শেষে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় সেন্টারে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কালীতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থী জগন্নাথ ধর সেন্টার কমিটির কাছে পরীক্ষা শেষে অভিযোগ করেন, জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জী পরীক্ষা চলাকালীন পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন ও এ্যাডমিট কার্ড ছিঁড়ে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। গণ্ডগোল চলাকালীন স্থানীয় মহাবীরতলার একদল যুবক শিক্ষক প্রদীপবাবুর উপর চড়াও হলে স্কুল সম্পাদক কেতকী পাল তাদের বাধা দিলে উত্তেজিত যুবকদের কাছে তিনি অপমানিত হ'ন। এই অশান্তিকে ঘিরে স্কুল চত্বরে দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা চলে। শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিও ও থানায় খবর পাঠালে প্রদীপবাবুসহ কয়েকজন শিক্ষক পুলিশী পাহারায় বাড়ী ফেরেন।

তৃতীয় শক্তির (২য় পৃষ্ঠার পর)

কোনো শক্তিকে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, তবে রেগে কোনো লাভ হবে কি? বিনয়-বাবুর দলের কর্মীরা ব্যক্তিগত জীবনে একটু বিনয়বাবুকে অনুসরণ করলেও অনেক লাভ হবে। শেষে বলি সামনে পঞ্চায়েত এবং অদূরে পৌরসভা নির্বাচন। রঘুনাথগঞ্জে জ্যোতিবাবু সমাবেশে এসে কংগ্রেসকে ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। আগামী দিনে তার দলও রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হবে না তো? অন্ততঃ এবারের জোটের ইঙ্গিত তো সেইদিকেই। আর অভিজ্ঞতা বলছে ষাটের দশকের শেষ দিকে মধ্যবিত্তদের কংগ্রেস বিরোধীতা ৭৭-এ রাজ্যব্যাপী কংগ্রেসের অন্তর্জলি যাত্রার পথ দেখিয়েছিল। এছাড়া জ্যোতিবাবুর মতে নির্বাচনে কংগ্রেস বা বিজেপিকে ভোট দিয়ে ভুল করা লোকের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান— বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। তবে এবার তৃণমূল কংগ্রেস মূলতঃ শুধু পশ্চিমবঙ্গের ইস্যুগুলি নিয়েই লড়াই করে ভোটে জিতেছে। এ রাজ্য থেকে বামফ্রন্টকে উৎখাত করার কথাই বলেছে। ভাঙ্গন ধরিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসে এবং ২১ বছর ধরে গভীর থেকে আরও গভীরে শিকড় চালিয়ে দেওয়া সি পি আই (এম)-এর মতো সুগঠিত। দীর্ঘমেয়াদী ছক কষে চলা দলে। তবে মমতার সাফল্যের পিছনে সর্বভারতীয় দল বিজেপির বলিষ্ঠ সমর্থনকে মমতা ভোটের পূর্বে যেমনভাবে তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়েছিলেন তা অনেকের কাছেই সমুচিত মনে হয়নি। যদিও ভোট পরবর্তী সময়ে বিজেপির প্রতি প্রায় নিঃশর্ত সমর্থন মমতার কৃতজ্ঞতার কিছুটা পরিচয় বহন করছে বৈকি!

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সংঘর্ষের পর পুলিশ তাপস ঘোষ, লালন মণ্ডল, সুজয় রাজমল্ল, নিতাই মণ্ডল, পার্থ সিংহরায়, সন্তোষ মণ্ডল প্রমুখকে থানায় নিয়ে যায়। এতে গ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার রূপ নেয়। জড়ো হতে থাকে আশপাশ গ্রামের বহু মানুষজন। পুলিশ সাগরদীঘি থানার অবসরপ্রাপ্ত কনষ্টেবল বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণচরণ ঘোষ ও রবি হাজরাকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করে। বর্তমানে পুরুষরা গ্রামছাড়া। সেকেণ্ড অফিসার সিদ্ধেশ্বরবাবুর দায়ের করা অভিযোগে গ্রামের বহু কম বয়সী ছাত্র-ছাত্রীও আছে। গত ১৭ মার্চ বিষ্ণুপুর, বালিয়া, ছামুগ্রাম প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ঐ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে এক সর্বদলীয় সভা ডাকেন বলে জানা যায়। পুলিশ, প্রশাসন ঠিক সময় মতো এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য ঐ সব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে পারে বলে অনেকের অনুমান। তবে পুলিশ ঐদিন বিষ্ণুপুরে বাড়াবাড়ি করেছিল বলে গ্রাম-বাসীরা মিলিতভাবে একটি ডেপুটেশন তাঁর কাছে দেন বলে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক জানান। পুলিশের সেকেণ্ড অফিসার সিদ্ধেশ্বরবাবুকে গ্রামবাসীরা আটক করে রেখেছিল বলে ঘটনা এতদূর গড়ায় বলে মহকুমা শাসকের কাছে বেসরকারী সূত্রে খবর এসেছে।

অন্যদিকে ঐ ১৩ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ থানার বাণীপুর মসজিদের ইমামের গায়ে রঙ দেওয়াকে কেন্দ্র করেও এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ঐদিন সন্ধ্যায় ওই অঞ্চলের বহু মুসলিম দোষীর শাস্তিবিধানের দাবীতে রঘুনাথগঞ্জ থানায় সমবেত হয়। ৩৪নং জাতীয় সড়কও অবরোধ করে। তবে দু'পক্ষের ঘরোয়া আলোচনার পর ঘটনা বেশী দূর এ গায়নি।

মৃতদেহ সৎকার নিয়ে আপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উমর-পুরের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে ডব্লু বি – ৫৭/০৫১৫১ নম্বর লরির কর্মীকে এক দুর্ঘটনার পর জঙ্গীপুর হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়। সেখানে তার মৃত্যু হলেও মৃতের নাম ঠিকানার সন্ধান পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর ৭২ ঘণ্টা পর তাকে দাহ করা হয়। পরে জানা যায় মৃতের নাম কামরুজ্জামান (৪০) বাড়ী সাগরদীঘি থানার বাহালনগর গ্রামে। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি মুসলিম প্রথা অনুসারে হয়নি বলে গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। থানার বক্তব্য, যে কোনো বেওয়ারিশ মৃতদেহ ৭২ ঘণ্টা পর দাহ করার নিয়ম আছে, এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

শহর গ্রামে প্রবেশ অবাধ

আ কা শ বা ণী মু র্শি দা বা দ

রোজ বেলা ২'৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯'১৬ মিনিট পর্যন্ত ১০২'২ মেগাহার্জে এফ, এম, প্রচার তরঙ্গে আপনার জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় সব অনুষ্ঠান

★ মাটির সুর (রোজ ৫'২৫ মিঃ) ★ আজ সন্ধ্যায় (রোজ ৫'৪০ মিঃ) ★ বাংলা ও হিন্দি সিনেমার গান (রোজ ৬'০৫ মিঃ) ★ চাষবাস/কবিগান/জারিগান/যাত্রা (সন্ধ্যা ৬'৩০ মিঃ) ★ মঞ্জরী (রোজ ৭টায়) ★ চালচিত্র (রবিবার রাত ৮টায়) ★ গীতালি (শনিবার রাত ৮'১০ মিঃ) ★ নাটক (ইং মাসের শেষ বুধবার রাত ৮টায়) ★ চিঠি এসেছে (মঙ্গলবার রাত ৮'২৫ মিঃ) ★ বাংলা সিনেমার গানের অনুরোধের আসর (বৃহস্পতিবার রাত ৮'৪০ মিঃ) ★ শ্রবণী (শুক্রবার রাত ৮'২৫ মিঃ) ★ রোজ বিকেল ৫টায় সেদিনের অনুষ্ঠান পরিচিতি শুনতে ভুলবেন না।

● ঝড়—জল—বজ্রপাতেও অবিচল স্পষ্ট মিষ্টি আওয়াজ ● মুর্শিদাবাদের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও রয়েছে আকাশবাণী মুর্শিদাবাদের অগণিত শ্রোতা ● লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের কাছে রেডিও আজও অত্যন্ত প্রিয় একটি অবলম্বন ●

তাই ব্যবসায়ী বন্ধুরা

আপনার পণ্য বা দোকানের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার সুযোগ নিন অত্যন্ত কম খরচে আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ-এ বিজ্ঞাপন দিন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়—

কেন্দ্র অধিকর্তা, আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, ফোন ঃ ৫৩৫৫৪

সাময়িক পত্র-পত্রিকা মাধ্যম

তালিকাভুক্তির বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা (সাপ্তাহিক। পাক্ষিক। মাসিক। ত্রৈমাসিক। ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক) সমূহে আগামী আর্থিক ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য নির্দ্ধারিত মিডিয়া ফর্ম পূরণ করে দরখাস্ত করতে হবে। মিডিয়া ফর্ম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে পাওয়া যাবে। নূতন আবেদন ছাড়াও যাদের নাম তালিকায় আছে তাদেরও নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট মিডিয়া ফর্ম গ্রহণ করার শেষ তারিখ ২০-৩-৯৮। আবেদন পত্রের সঙ্গে এক বছরের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের শংসাপত্র, পত্রিকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, প্রতি সংখ্যার প্রচার সংখ্যা সম্পর্কিত শংসাপত্র (চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত) দিতে হবে। আবেদন পত্র পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ আগামী ২০-৩-৯৮ তারিখের মধ্যে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-এর নিকট পৌঁছানো চাই। ওই তারিখের পর আবেদন পত্র গ্রাহ্য হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No 725 (29)/Inf./Msd. Date 6.3.98

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম জঙ্গিপুর দ্বিতীয় নিম্ন বিভাগীয় দেওয়ানী আদালত

মোঃ নং ১৪/৯৪ স্বত্ব

বাদী বিবাদী

মিনু রায় দিং বঃ অভিলাষ মণ্ডল দিং

দেওয়ানী কার্য্যবিধির হুকুম –১ নিয়ম ৮ মতে বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমান বাদীপক্ষ জেলা মুর্শিদাবাদ থানা ফরাক্কা মৌজা শ্রীমন্তপুর বিষয় আর এস—১৩০১ খতিয়ান নং দাগ নং—৪৭২২ লইয়া উপরোক্ত নম্বর মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ০৫ পাঁচ শতক সম্পত্তিতে থানা ফরাক্কার অন্তর্গত যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামবাসী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হইতেছেন। বর্ণিত মোকর্দমায় যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামের কোন ব্যক্তির কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিন বা এক মাস মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

অনুমত্যানুসারে সেরেস্তাদার জঙ্গিপুর দ্বিতীয় নিম্ন বিভাগীয়

১৬-৩-৯৮ দেওয়ানী আদালত।

আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটির বি-এসসি, ইঞ্জিনীয়ারিং, এম-বি-বি-এস এবং এনট্রেন্স এর ফরম পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকানা—ডঃ বরকতুল্লা খান, ৮৪/৫, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা - ১৬
যোগাযোগের সময় ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা।

দখল করল এস এফ আই (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁকে রিপোর্ট দিয়েছেন। সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা শোনেন নি বলে পত্রিকাকে জানিয়েছেন। তবে স্থানীয় সূত্রে ব্যালট পেপারের গণ্ডগোল এবং গণনার সময় এস এফ আই এবং পি এস ইউ এর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর সত্য বলে জানা গেছে। কলেজের ইংরাজী বিভাগের একজন অধ্যাপকও এস এফ আই সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হ'ন বলে খবর।

আসামীর আত্মসমর্পণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ সময় মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং-এর সম্পাদক করুণাময় দাস (শীতল) সহ কয়েকজনকে পুলিশ ঐ খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। গত ২ ফেব্রুয়ারী '৯৮ অন্যতম আসামী সমীর সাহা ওরফে ডাবু সাহা জঙ্গিপুর এস ডি জে এম কোর্টে আত্মসমর্পণ করে। বর্তমানে সে জেল হাজতে।

বিক্ষোভ সমাবেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

করার জন্য এদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তিনি এই কাজের জন্য কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী মনোভাবের নিন্দা করেছেন। আগামী ২৬ মার্চ এর বিক্ষোভে জেলা শ্রমিক নেতা তুষার দে, সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান উপস্থিত থাকবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। আরও জানা যায় আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দল 'যুক্ত সংগ্রাম কমিটি' নামে একটি সর্বদলীয় প্লাটফর্ম তৈরী করে বিড়ি কারখানার অফিস কর্মচারীদের বিভিন্ন স্বার্থে লড়াই করার জন্য তৈরী হচ্ছে। বিড়ি কর্মচারীদের নিয়োগপত্র প্রদান, ন্যায্য কাজের ন্যায্য বেতন, সকলের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু, মালিক-পক্ষের খেয়ালখুশি মতো কর্মী ছাঁটায়ের বিরোধিতা করা, সমস্ত কর্মচারীদের অফিস রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মীস্বার্থের দাবীতে ঐ কমিটি লড়াই চালাবে বলে খবর। অন্যদিকে গত ৪ মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া উমরপুরের কল্পনা বিড়ি ফ্যাক্টরী খুলে গেছে। মুন্সী ইউনিয়নের ছয় দফা দাবীকে কেন্দ্র করে মালিকপক্ষ কারখানা লক আউটের সিদ্ধান্ত নেন। গত ১৩ মার্চ স্থানীয় সিটু নেতাদের মধ্যস্থতায় মালিকপক্ষ কারখানা খুলবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৪ মার্চ থেকে ঐ কারখানায় কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জঙ্গিপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তি হইবার জন্য এ্যাডমিশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর শিশুদের নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে ভর্ত্তি করা হয়। কেজি হতে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে হলে এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের স্থান ঃ

১। জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

২। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (পুরাতন ভবন)

সময় ঃ সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত

ডি, এস, নাথ (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অজিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।